1) Discuss the Brief account of Akbar's Rajput Policy what were it's results?

⇒ আকবরের রাজপুত নীতি তাকে সর্বযুগে ভারতবর্ষের ইতিহাসে উদ্ভব তার এবং শ্রেষ্ঠ প্রতিভাকে পরিণত করেছে। ভারতবর্ষে ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র ব্যবস্থা এবং তাদের তার রাজপুত নীতি এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। ঐতিহাসিকেরা আকবরের রাজপুত নীতি আলোচনা প্রসঙ্গে বিভিন্ন দিকের ওপর জোর দিয়েছেন 'এলফিন্সটন' আকবরের রাজপুত নীতিকে তাঁর ধর্মীয় উদারতার পরিচয় বলে মনে করেছেন। অধ্যাপক 'যদুনাথ সরকার' রাজপুত নীতির মধ্যে আকবরের রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় খুঁজে পেয়েছেন।

মোরল্যান্ড আকবরের রাজপুত নীতির পেছনে আগ্রা থেকে গুজরাট পর্যন্ত বিস্তৃত গুরুত্বপূর্ন বানিজ্য পথটির নিরাপত্তার প্রশ্ন উল্লেখ করেছেন। সম্প্রতি ঐতিহাসিক সতীশ চন্দ্র আবার প্রদেশের প্রভাবশালী রাজা এবং জমিনদারদের প্রতি মুঘলরা যে নীতি গ্রহন করেছিলেন, আকবরের রাজপুত নীতি সেই বৃহত্তর পটভূমিতে আলোচনা করা যুক্তিযুক্ত বলে মনে করেছেন।

◻ আকবরের রাজপুত নীতির উদ্দেশ্য :-

অধ্যাপক সতীশচন্দ্র মনে করেন যে, বিজেতা হিসাবে আকবর শ্রেষ্ঠ হলে ও তার প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের ভিত্তি কিছুতেই সুদৃঢ় হত না, যদি তিনি কেবল সাম্রাজ্যের সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের সমর্থনের ওপর নির্ভর করতেন। আকবর চেয়েছিলেন হিন্দু

মুসলমান সব ধর্মের প্রজার স্বীকৃত শাসক হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে এই উদ্দেশ্য কে সামনে রেখে আকবর হিন্দুদের সাথে নতুন সম্পর্ক স্থাপনে এগিয়ে এসেছিলেন এবং তার জন্য বেছে নিয়েছিলেন হিন্দু রাজপুতদের।

বিবাহ সম্পর্কের মাধ্যমে মৈত্রী স্থাপন :-

অধ্যাপক J.F রিচার্ডস আকবরের রাজপুত নীতি আলোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন - "Marriage became and important strand in the ties that bound the Rajputs to the Empire". 1562 খ্রিঃ অম্বরের রাজা বিহারীমল আকবরের বশ্যতা স্বীকার করেন এবং তার কনিষ্ঠকন্যা 'মনিবাঈর' সাথে অকবরের বিবাহ হয়। এছাড়া বিকানির ও জয়পুরের রাজার সাথে ও আকবর বিবাহ সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। যোধপুরের রাজা উদয়

সিংহের কন্যার সাথে যুবরাজ সেলিমের বিবাহ দিয়ে আকবর যোধপুর রাজাদের সাথে মিত্রী বন্ধন সুদৃঢ় করেছিলেন। ঐতিহাসিক বেনীপ্রসাদ আকবরের এই বিবাহ নীতি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন — "It Symbolised the dawn of a new era in Indian politics." আকবর তার হিন্দু স্ত্রীদের সম্পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা দিয়েছিলেন এবং তাদের আত্মীয় স্বজনদের অভিজাত শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছিল। তারা উচ্চ 'মনসব' পেয়েছিলেন। জয়সলমীর ও বুন্দেল রাজবংশের সাথে ও আকবরের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল।

4. ধর্ম নিরপেক্ষ পদক্ষেপ গ্রহণ:- রাজপুত নীতির সাথে সঙ্গতি রেখে আকবর 1564 খ্রি: 'জিজিয়া কর' রদ করেন। এছাড়া তিনি 'তীর্থকর' এবং যুদ্ধ বন্দিদের হল

সবকে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করা নিষিদ্ধ করেন। 'যদুনাথ সরকার' এই পদক্ষেপ গুলির মধ্যে আকবর কর্তৃক রাজপুতদের খুশি রাখার প্রচেষ্টা দেখতে পেয়েছেন, কিন্তু ইকতিদার আলম খান এর পেছনে সুফি আন্দোলনের প্রভাব করেছে বলে মনে করেছেন। অধ্যাপক সতীশচন্দ্র এই ঘটনাকে শক্তিশালী এক কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি দেখিয়েছিলেন যে আকবরের রাজপুত নীতি কূটনৈতিক দক্ষতা ও সামরিক শক্তির মিশ্রনে গঠিত ছিল।

□ মেবারের বিরুদ্ধে যুদ্ধনীতি :~ সমস্ত রাজপুতরা আকবরের বশ্যতা স্বীকার করলেও মেবারের রানা উদয় সিংহ অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম চালিয়ে যান 1568 খ্রিঃ

চিতোরের পতন ঘটে। কিন্তু উদয়পুরের দুর্গ এবং মেবারের পার্বত্য অঞ্চল গুলি রানা উদয়ের অধিকারে থাকে। 1572 খ্রিঃ উদয় সিংহের মৃত্যুর পর তারপুত্র প্রতাপ সিংহ সিংহাসনে বসেন। তিনি মুঘলদের বশ্যতা স্বীকারে রাজি না হওয়ায় 1576 খ্রিঃ আকবর মানসিংহের নেতৃত্বে একটি সৈন্যদল প্রতাপের পর বিরুদ্ধ পাঠান। হলদি ঘাটের যুদ্ধের পরাজয়ের পর প্রতাপ সম্মুখ যুদ্ধ এড়িয়ে অতর্কিত যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু তার স্বাধীনতা রক্ষা করার প্রচেষ্টা সফল হয়নি। মুঘলরা কুম্ভলগড় এবং উদয়পুর দখল করে নিল রানা প্রতাপ সামরিক ভাবে পিছিয়ে আসেন। 1579-খ্রি: 1581 খ্রি: মধ্যে আকবর বাংলা ও বিহারে বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত থাকায় প্রতাপের ওপর মুঘল সামরিক চাপ কমে যায়। এই অবস্থাতে প্রতাপ কুম্ভল

সহ ও চিতোরের কাছাকাছি স্থানগুলি দখল করলে ও চিতোর পুনঃরুদ্ধার করতে পারেন নি। 1597 খ্রিঃ মাত্র 57 বছর বয়সে রানা প্রতাপের মৃত্যু হয়।

☐ অতি সম্প্রতি অধ্যাপক ইক-তিদার আলেম খান প্রমান করার চেষ্টা করেছেন যে, আকবর রাজপুতদের প্রতি যে উদার মনোভাব গ্রহন করেছিলেন তা রাষ্ট্রের প্রয়োজনেই কোনো ধর্মের উদারতা বা বৌদ্ধিক প্রভাবে নয়। তার মতে আকবর চেয়েছিলেন বিভিন্ন জাতি, ধর্ম, দেশীয় গোষ্ঠী অধ্যুষিত ভারতীয় সমাজকে সুষমভাবে সংগঠিত করতে যাতে সম্রাটকে কোনো একটি বিশেষ অংশের ওপর নির্ভরশীল হতে না হয়।

☐ **আকবরের রাজপুত নীতির কার্যকারিতা :~**

আকবরের রাজপুতনীতি যে নানা দিক থেকে সফল হয়েছিল তা অনস্বীকার্য পরবর্তী কালে রাজপুত যোদ্ধারা সাম্রাজ্য

বিস্তারের কাজে উল্লেখযোগ্য অংশ নেন। এর ফলে লাভবান হয়েছিল মুঘল সাম্রাজ্য। অধ্যাপক যদুনাথ সরকার বলেছেন - রাজপুতদের আনুগত্য লাভ করার ফলে কেবল রাজস্থানের শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়নি, মুঘল সাম্রাজ্যের সুদৃঢ় করন ও বিস্তৃতির পক্ষেও তা দারুন ভাবে সহায়ক হয়েছিল। আকবর মৈত্রী নীতির সূত্রে রাজপুতদের মুঘল রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যে নিয়ে এসেছিলেন। অধ্যাপক সতীশচন্দ্র বলেছেন, আকবরের সাথে রাজপুতদের যে সহজ ও আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তাতে মুঘলদের মত রাজপুতদের লাভের অংশ ও গুরুত্ব কম ছিল না।

☐ মুঘল রাজ্যের অধীনে কাজ করার দরুন তারা নিজেদের রাজ্য ও মুঘলরাজ্যের দূর দূরান্তে জায়গিরও ভোগ

করে। ঐশ্বর্যশালী শক্তিটি মোরল্যান্ড ও অন্যান্য অনুশীলন অনুগত করানো এই সম্পর্কে 'রাজপুতানার চরম উন্নতির যুগ' বলে বর্ণনা করেছেন। যদুনাথ সরকার আকবরের রাজপুত নীতিকে 'স্থায়িত্ব রক্ষার জন্য রাজপুতদের অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা ও সম্মান দেওয়ার নীতি' বলে উল্লেখ করেছেন। তার মতে ঔরঙ্গজেবের আমলে এই নীতি থেকে দূরে সরে এলে সাম্রাজ্যের পতনের সূচনা হয়।

[+] অধ্যাপক সতীশচন্দ্র রাজপুত মৈত্রীকে মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্বরূপ বলে উল্লেখ করেছেন। সতীশচন্দ্র মন্তব্য করেছেন – "মুসলমান এবং অমুসলমান দের নিয়ে একটি আদর্শ

গোষ্ঠীর স্থায়িত্বের পেছনে এই রাজপুত মৈত্রী ছিল এবং সুদূর প্রসারী ও অর্থবহ পদক্ষেপ"। অধ্যাপক J.F রিচার্ডস আকবরের রাজপুত নীতির মধ্যে বাস্তব বলিষ্ঠ চরম প্রকাশ দেখতে পেয়েছে, তিনি মন্তব্য করেছেন — " Akbars forged a palilical bond that would indore for nearly tow centuries tetaleen Rajpul and Mughal"

—— X ——